৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি সার্কুলার নং-০১

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ০৮ জুন ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০,০০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। উক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে:

১. **স্কিমের নাম :** *দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিম*।

২. **স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ :** ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকা, আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

৩. **উৎস :** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪. **স্কিমের মেয়াদ :** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর।

৫. **স্কিমের ব্যবস্থাপনা :**

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক উক্ত স্কিমটি পরিচালিত হবে এবং এ লক্ষ্যে উক্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। স্কিম হতে তফসিলি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ এবং তার বিপরীতে পরিশোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

খ) ব্যাংকসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের মেয়াদকালীন সময়ে বাৎসরিক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রতি বছর গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করবে।

গ) এই পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে পারবে।

ঘ) স্কিমের মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি আবর্তনযোগ্য এ স্কিমের তহবিল আলাদা একটি হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সাথে অর্থ লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৬. **ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ :**

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ, কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (Performance), ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পেশকৃত পুনঃ অর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃ অর্থায়ন করা হবে।

ঘ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে (**সংযুক্ত ছক-১**) পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুনঃ অর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে; অন্যথায় উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৭. কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ:

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ব্যাংকের শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, দলবদ্ধভাবে (Group Lending), কোনো কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি নিয়োগ প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন [শুধুমাত্র শস্য-ফসল দায়বন্ধকরণের (Crops Hypothecation) বিপরীতে] সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করা যাবে।

গ) শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শস্য-ফসল দায়বন্ধকরণের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদায়তন জমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষি ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেদের ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মাচার ও প্রচলিত শর্তানুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করতে পারবে এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান জামানত গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।

ঘ) পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটির আওতায় যাতে অধিক সংখ্যক প্রকৃত/প্রান্তিক কৃষক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে একজন গ্রাহকের অনুকূলে নতুন ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা শস্য-ফসল খাতে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে ১৫(পনেরো) লক্ষ টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১ (এক) কোটি টাকা হবে।

ঙ) নারী ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য যথাসময়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের নিমিত্ত অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত জমি বা স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমন: ব্যক্তিগত/সামাজিক/দলগত জামানত ইত্যাদি) ব্যবহার (সিএসএমই ঋণ/বিনিয়োগের অনুরূপ) করা যাবে।

চ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোনো কৃষক/গ্রাহক কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তাছাড়া, একজন কৃষক/গ্রাহক সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বারের জন্য আলোচ্য স্কিমের সুবিধা পাবেন।

জ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ২০% হ্রাস/বৃদ্ধিসহ) করতে হবে।

৮. সুদ/মুনাফা হার :

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৮% (সরল সুদ হারে)। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে; তবে তা ৮% এর অধিক হবে না। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৯. ঋণ/বিনিয়োগের খাতসমূহ : বিদ্যমান বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত সকল প্রকার শস্য-ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করা যাবে।

১০. ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ :

ক) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত বিবেচনায় ০৩(তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮(আঠারো) মাস।

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮(আঠারো) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৪% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

গ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটির মেয়াদকালীন সময়ে আবর্তনযোগ্য (revolving) অর্থাৎ ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সমপরিমাণ অর্থ প্রতি বছরের জন্য আবর্তনযোগ্য হবে।

১১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃ অর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি :

ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক (এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন করবে:

⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১);

⇒ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);

⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১২. পরিশোধ পদ্ধতি :

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

গ) স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৮% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

১৩. রিপোর্টিং ও মনিটরিং :

ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ বা বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২) বাংলাদেশ ব্যাংক এর কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এ মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।

গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকমূহের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাই এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৪. ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন:

ক) পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৮% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংক শাখার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে (সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কিংবা সরকারের কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

১৫. অন্যান্য শর্তাবলী :

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করবে এবং ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন- জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

গ) আলোচ্য পুনঃ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃ অর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরিউক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারির পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এর সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংযোজনী: ২ (দুই) পাতা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবাশীষ সরকার)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ইমেইল: debashish.sarker@bb.org.bd

সংযুক্ত ছক-১

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য গঠিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পুনঃ অর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:
মাসের নাম:
অর্থবছর:

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	কৃষক/গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর পরিমাণ	কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার	ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ	ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের খাত	বিতরণকৃত ঋণ বা বিনিয়োগের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃ অর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							

সংযুক্ত ছক-২

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য গঠিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম
এর আওতায় ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভুত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:
বিবরণীর সময়কাল: -- / -- / ---- তারিখ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত ঋণ/ বিনিয়োগ এর পরিমাণ	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ						বরাদ্দের তুলনায় ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের হার (%)	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত বর্গাচাষির সংখ্যা	ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্ত কৃষক/গ্রাহকের সংখ্যা		
					শস্য-ফসল	মৎস্য	প্রাণিসম্পদ	কৃষি যন্ত্রপাতি	আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ	মোট			মহিলা	পুরুষ	মোট
সর্বমোট															